দেশে দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন, ফের সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন পরিস্থিতি। আর এই কারণে সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর মধ্যেই সংক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এছাড়া কড়াকড়ি শিথিল করতে শুরু করেছে বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়াসহ প্রতিবেশী আরও কয়েকটি দেশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণ ওঠানামা করছে। আবারও কোথাও কোথাও বাড়ছে নতুন শনাক্ত।

এ অবস্থায় ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন শিথিলের প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে ধীরগতিতে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
সোমবার জেনেভায় নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন, বিভিন্ন দেশ লকডাউন শিথিল করায় সামনে ভাইরাসটির সংক্রমণের হার আরও বাড়তে পারে।

এদিকে রাশিয়ায় করোনা সংক্রমণ যখন বেড়েই চলেছে, ঠিক তখন দেশটিতে ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার থেকেই ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিল শুরু হলেও মূলত তা নির্ভর করবে আঞ্চলিক গভর্নরদের সিদ্ধান্তের ওপর।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল এ মুহূর্তে তুলনামূলক নিরাপদ হলেও এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয়। আর তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হয়েছে প্রতিবেশী বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াতেও। ক্রোয়েশিয়ায় চলতে শুরু করেছে গণপরিবহনও। খুলে দেয়া হয়েছে রাজধানী জাগরেব-এর বিমানবন্দরও।

এখানকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা সবাই সতর্কতা মেনে চলছি। গ্লাভস না পরলেও বারবার স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করছি আমরা।

বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজার রাখা আছে। যেহেতু এখানে অনেক মানুষ যাতায়াত করছে তাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এছাড়া লকডাউন শিথিল করায় ইউরোপের আরেক দেশ চেক প্রজাতন্ত্রেও খুলে দেয়া হয়েছে বার, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন দোকাট পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তুরস্কেও শিথিল করা হয়েছে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।

কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে

পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।

দামুড়হুদা সীমান্ত এলাকায় বিজিবি’র ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিজিবি’র উপর আস্থা রেখে সারাদেশব্যাপী হতদরিদ্র জনগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের করে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কুতুবপুর মাধমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়ন বিজিবি’র অধীনস্থ কার্পাসডাঙ্গার মুন্সিপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যানন্দন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাপনায় এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন বিজিবি। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাহাদান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময়

মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সীমান্তের অসহায়দের লক্ষ্য করে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিএসসি, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য খলিলুর রহমান ভুট্ট, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বিশ্বাস, নুর মোহাম্মদ ভগু।

অপর দিকে হুদাপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সাড়ে ১১ টার দিকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

গাংনীতে ১০ পরিবারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ১০ পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থেকে এ ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস জানান, বিভিন্ন সময়ে যেসব দুঃস্থরা অগ্নীকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কালবৈশাখীতে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয় সেই সব পরিারকে ঢেউটিন ও অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি

গাংনী উপজেলার হিন্দা ব্রীজ সংলগ্ন সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রি করছে স্থানীয় যুবক স্বপন ও তরিকুল। মাটি কেটে বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করায় পাকা রাস্তায় মাটি পড়ে মানুষ সহ বিভিন্ন যান চলাচল বিগ্নীত হচ্ছে। একটু বৃষ্টি হলেই ঘটছে দুর্ঘটনা। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হিজলবাড়িয়া গ্রামের তহিরুদ্দিনের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও শওকত আলীর ছেলে সপন স্কেবিটর মেশিন দিয়ে হিন্দা ও হিজলবাড়িয়া ব্রীজে কাজলা নদী থেকে মাটি কেটে স্থানীয় ভাটাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছেন। ট্রাক ভর্তি মাটি বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ায় রাস্তায় মাটি পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা।

সেই সাথে সরকারি কাজলা নদীর বুক থেকে মাটি কাটায় গভির গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় স্বপন ও তরিকুল মাটি কেটে বিক্রি করছে। তাদের বিরুদ্ধে বলার কেই নেই। মাটি খাদক স্বপন ও তরিকুলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তরিকুল ও স্বপন জানায়, আমাদের কাছে মাটি কাটার মৌখিক অনুমোতি রয়েছে তাই মাটি কাটতে কোন বাধা নেই।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ইয়ানুর রহমান জানান,বিষয়টি তিনি শুনেছেন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তারকে

কেন্দ্র দু-দল গ্রামবাসির সংঘর্ষ, নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই দল গ্রামবাসির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয় বলে জানা যায়।

ঘটনাটি সোমবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ৫নং কাচেরকোল ইউনিয়নরে ধুলিয়াপড়িা গ্রামে। সংঘর্ষে আহত ৩ ব্যক্তিকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ১টার দিকে লাল্টু মন্ডল (৩৮) এবং অভি উদ্দিন(২৬) কে মৃত বলে ঘোষনা করেন। নিহত লাল্টু ধুলিয়াপাড়া গ্রামের মনজের মন্ডল ও অভি লোকমান হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবত উপজেলার ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ ও মকবুল মৌরীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। রবিবার সকালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁর সমর্থক আবেদ আলীকে হাতুড়ী পেটা করে গুরুতর জখম করে মকবুল সমর্থকরা। এ নিয়ে গ্রামটিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে উভয় গ্রুপের কর্মী সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় মকবুল সমর্থক লাল্টু মন্ডল, অভি উদ্দিন ও লোকমান হোসেন গুরুতর আহত হলে তাদের শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেসকে নিয়ে আসে স্বজনরা। আহত তিনজনের মধ্যে লাল্টু মন্ডল ও অভি উদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

গুরুতর আহত লোকমান হোসেনকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নেওয়া হয় বলে চিকিৎসক জানান। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। এছাড়া পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান জানান ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted] [redacted]-[redacted]'[redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]